

যুগান্তর

তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

দেনার ভারে নুয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

দেনার ভারে নুয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের বেতন দেয়া হচ্ছে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে। অন্যদিকে একাডেমিক খাতে বরাদ্দ হ্রাসে বেসরকারি শিক্ষকরাও গবেষণামূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজ নিচ্ছেন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের সিংহভাগই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বাজেটের অভ্যন্তরীণ আয় বলতে শিক্ষার্থীদের বেতন ও পরীক্ষার ফি ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন আয় নেই বর্তমানে অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ খাতে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে সেড় কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিগত কয়েক মাস ধরে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য

সেনা : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

দেনা : চট্টগ্রাম

(৩য় পৃষ্ঠার পর্ব)

অসম্ভবভাবে ব্যাংক ঋণের শরণাপন্ন হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ব্যাংক ঋণের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সামগ্রিক ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার প্রভাবনা দেখা দিয়েছে। বিগত প্রশাসন সাড়ে বার কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটকে জট কোটি টাকায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হলেও সামনে তা বেড়ে যেতে পারে বলে হিসাব নিয়ামক বিভাগের একজন কর্মকর্তা আভাস দিয়েছেন।

অন্যদিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নেও স্থবিরতা নেমে এসেছে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের নির্মাণকাজ আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। নতুন বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে বিগত এক বছর আগে। এখনও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

ছাত্র সংগঠনগুলোর নানাসুখী আন্দোলনের ফলে এ বছর বেশিরভাগ সময়ই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তবে এতে মাত্র স্বচের পাঁচ শতাংশ কম বলে হিসাব নিয়ামক অফিস জানায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও আর্থিক সংস্থান হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদিনের খরচ সাড়ে বার লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দের বাইরে আয় বাড়াতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতন ও পরীক্ষার ফি ইতিমধ্যে কয়েকবার বাড়িয়েছে। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনগুলো ইতিমধ্যে আন্দোলন করেও ব্যর্থ হয়েছে।